এসডিএস বার্তা

সংখ্যা: ০১
প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০২২

রাবেয়া বেগম
নির্বাহী পরিচালক
এসডিএস

"এসডিএস- এর লক্ষ্য হল সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতির জন্য তাদের উদ্যোগকে সহজতর করা।"

সম্পাদকীয়..........

এসডিএস একটি অলাভজনক, অরাজনৈতিক, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ১৯৯১ সালে কিছু স্থানীয় নিবেদিত প্রাণ এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তিদের উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা মানবিক সহায়তা প্রদান এবং দুর্যোগের শিকার মানুষের সার্বিক উন্নয়নে সমাজসেবা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ছিলেন। মূলত ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পর নদীভাঙ্গন ও বন্যা কবলিত শরীয়তপুর জেলার মানুষের আয় বৃদ্ধি ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়নে সমমনা রেড-ক্রস কর্মীদের সহযোগিতায় সমাজ কর্মী ও সাংবাদিক মজিবুর রহমান এসডিএস নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। তার এই উদ্যোগের সাথে কতিপয় আইনজীবী, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী ও নারী কর্মী ছিলেন প্রথম সারির সূচনাকারী। ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ হতে এসডিএস আনুষ্ঠানিকভাবে তার যাত্রা শুরু করে। এই দিনটিকেই এসডিএস'র প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এরপর ১৯৯২ সালে সরকারি সহযোগিতায় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম এবং ১৯৯৩ সাল থেকে দাতা সংস্থা অক্সফ্যাম-জিবি এর আর্থিক সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন নামক প্রকল্প কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার সাথে এসডিএস'র পথচলা শুরু হয়। সূচনালগ্ন হতে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় এসডিএস ৮০ টিরও অধিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্প গুলোর মধ্যে রয়েছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশু অধিকার, বাল্য বিবাহনিরোধ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জরুরী মানবিক সাড়া প্রদান, উন্নত ও নিরাপদ কৃষি ব্যবস্থা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, প্রবীন জনগোষ্ঠির মানোন্নয়ন, কিশোর-কিশোরী ও যুব উন্নয়ন, গবেষণা এবং পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি।

বর্তমানে এসডিএস দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, অ্যাডভোকেসি, সালিশ এবং আইনি সহায়তা, পরিবেশ, পানি ও স্যানিটেশন (ওয়াটসান) জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, মাইক্রো ফাইন্যান্স এবং নারী ও শিশু অধিকারসহ সামাজিক স্বেচ্ছাসেবামূলক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

সর্বোপরি, সুবিধাবঞ্চিত লোকেদের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উন্নতির জন্য তাদের সাথে কাজ করার উদ্যোগকে সহজতর করতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, স্বাস্থ্য, রাজনৈতিক এবং পরিবেশগত অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সমাজের সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ শাসন ব্যবস্থা আনতে এসডিএস সম্মিলিতভাবে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, 'এসডিএস বার্তা' নামে একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমি আশা করছি বার্তাটি পাঠক মহলের কাছে সমাদৃত হবে। সর্বোপরি এসডিএস এর এই অগ্রযাত্রায় সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে জাতীয় শোক দিবস পালন

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। ১৯৭৫ সালের এ দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যা করা হয়। এ ঘৃণিত, বর্বর ও নৃশংসতম হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায়ের সূচনা হয়। প্রতি বছর সমগ্র বাঙালি জাতি এই দিনটিকে গভীর শোক ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। এজন্য আগস্ট মাসকে শোকের মাস হিসেবে পালন করা হয়। এবছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এসডিএস এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে সোমবার (১৫ আগষ্ট ২০২২) এসডিএস এর প্রধান কার্যালয়ের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি জনাব প্রফেসর মোঃ সিরাজুল ইসলাম। এতে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক জনাব রাবেয়া বেগম, পরিচালক (এমএফ) জনাব বিএম কামরুল হাসান, উপ-পরিচালক (মানব সম্পদ) অমলা দাস, উপ-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) জনাব মোঃ ইয়াসিন খান প্রমুখ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক প্রদান করেন এসডিএস এর নির্বাহী পরিচালক জনাব রাবেয়া বেগম ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী জনাব তানভীর আহমেদ কামাল এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় সংস্থার বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ বঙ্গবন্ধু'র বর্নাঢ্য কর্মময় জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এতে এসডিএস এর প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় 'বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন' বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ ইয়াসিন খান। আলোচনা সভায় সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব রাবেয়া বেগম স্বাধীনতার আগে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য তুলে ধরেন। তিনি অর্থনৈতিক বুনিয়াদ তৈরির ক্ষেত্রে সুশিক্ষার প্রবর্তন, দুর্নীতি নির্মূল, জাতীয় ঐক্য, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীণ অর্থনীতিকে বেগবান করতে বঙ্গবন্ধু'র চিন্তা চেতনার সফল বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর বক্তব্য প্রদান করছেন এসডিএস এর সভাপতি প্রফেসর জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম।

আলোচনা সভায় জনাব প্রফেসর মোঃ সিরাজুল ইসলাম বঙ্গবন্ধু'র চিন্তা চেতনার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকলকে যথাযথভাবে সাধ্যমত কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সভা শেষে বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বঙ্গবন্ধু'সহ ১৫ আগস্টে শাহাদাৎ বরণকারী সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে এসডিএস'র প্রশিক্ষণ

ন্যায্যতা, দরিদ্রতামুক্ত, সমতাভিত্তিক ও সকলের বাসযোগ্য সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৯১ সালে যাত্রা শুরু করে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এসডিএস। কালের পরিক্রমায় সংস্থাটির পরিধি বাড়তে থাকে সেই সাথে বাড়তে থাকে জনবল। এসব জনবল কে দক্ষ ও আধুনিক জ্ঞান সম্পন্ন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শুরু থেকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে সংস্থাটি। এরই ধারাবাহিকতায় গত তিন মাসে (জুলাই ২০২২ হতে সেপ্টেম্বর ২০২২) এসডিএস এর সভাকক্ষে ৬টি বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতে বেসিক একাউন্টিং এন্ড ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এর উপর ১০ জন, দারিদ্র বিমোচনে দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনার আওতায় পৃথকভাবে ৮০ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও মাইক্রোফিন ৩৬০ সফটওয়্যার ব্যবস্থাপনার উপর ২৫ জন কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

কানসা বাংলাদেশের নব নির্বাচিত চেয়ার এসডিএস'র নির্বাহী পরিচালক

গত ৩ জুলাই ২০২২ ইং কানসা এর ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী দুই বছরের জন্য কানসা,বাংলাদেশ ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ার নির্বাচিত হন এসডিএস এর নির্বাহী পরিচালক জনাব রাবেয়া বেগম এবং কো-চেয়ার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন জনাব শামীম আরেফীন। উক্ত সভায় বিভিন্ন সংস্থায় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও কানসা'র সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নব নির্বাচিত চেয়ার জনাব রাবেয়া বেগম বলেন, আগামী দুই বছরের জন্য আমাকে কানসা, বাংলাদেশের স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ার নির্বাচিত করায় সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কানসাস'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে আমরা সকলে যেন এক হয়ে কাজ করতে সেজন্য সকলের দোয়া ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

গত ০২ সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং তারিখ এসডিএস এর পুলিয়া শাখা পরিদর্শন করেছেন পল্লী কর্ম - সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর চেয়ারম্যান জনাব ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ড. জসীম উদ্দিন, এসডিএস এর পরিচালক (এমএফ) জনাব বিএম কামরুল হাসান বাদলসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ এর চেয়ারম্যান উপস্থিত কর্মকর্তাদের সাথে এসডিএস এর বিভিন্ন কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা করেন ও দিক নির্দেশনা মূলক পরামর্শ প্রদান করেন।

এসডিএস কার্যক্রম পরিদর্শনে পিকেএসএফ এর জ্যেষ্ঠ মহাব্যবস্থাপক ড. আকন্দ

ব্রিসবেনে এপিএমসিডিআরআরের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী স্টলে

ক্ষুদ্র খামারীদের সাথে উঠান বৈঠকে পিকেএসএফ এর মহা-ব্যবস্থাপক ড. আকন্দ

এসডিএস কর্মকর্তাদের সাথে পিকেএসএফ এর মহা-ব্যবস্থাপক ড. আকন্দ এর মতবিনিময়

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি) এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন দাতা সংস্থা পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

গত রবিবার (২৫ সেপ্টেম্বর' ২০২২) এসডিএস কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত নড়িয়া উপজেলার ভোজেশ্বর ইউনিয়নের দুলু খন্ড গ্রামের ঝর্ণা সমিতির সদস্যদের মাছের চাষ, হাঁসমুরগী খামার ও বাড়িতে দেশী মুরগী পালন পদ্ধতিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ এর জ্যেষ্ঠ মহাব্যবস্থাপক জনাব ড. আকন্দ মো: রফিকুল ইসলাম। এ সময় সঙ্গে ছিলেন পিকেএসএফে মোঃ গোলাম এহসানুল হাবীব, কমিউনিকেশন ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট স্পেসিয়ালিস্ট, মোঃ ফররুখ আহম্মদ, মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন স্পেসিয়ালিস্ট এবং এসডিএস এর বিএম কামরুল হাসান বাদল, পরিচালক (এমএফ) ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। সমিতির সদস্যদের সাথে মাছ চাষ পদ্ধতি, হাসমুরগী পালন এর সুবিধা, অসুবিধা ও ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন। এরপর তিনি শরীয়তপুর সদরে অবস্থিত মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ এর ঔষধ ও খাদ্য বিক্রেতা, মাছের আড়ৎদারদের সাথেও সুবিধা, অসুবিধা ও ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন ও পরিদর্শন কালে তিনি সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের সাথে কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে দিক-নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন।

পরিদর্শন শেষে জনাব ড. আকন্দ মো: রফিকুল ইসলাম, জ্যেষ্ঠ মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ এসডিএস এর বিভিন্ন মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে এসডিএস সভাকক্ষ-১ এ মতবিনিময় সভায় অংশ গ্রহন করেন। সভায় তিনি আরএমটিপি প্রকল্প সঠিক ভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রযোজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় তিনি বলেন, এসডিএস এক সময় ছোট্ট একটি সংস্থা ছিল কিন্তু এসডিএস' এখন তার আগের অবস্থানে নেই। এসডিএস ক্রমান্বয়ে উন্নতি করছে এবং বড় একটি সংস্থায় পরিণত হতে চলেছে। জনবলের সাথে যেমন শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি দায়িত্ব বেড়ে যাচ্ছে। তাই এখন আরও বেশি সতর্ক ও সাবধানতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর যুগের সাথে তালমিলিয়ে কর্মকর্তাদের তথ্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান-দক্ষতা বাড়াতে কাজ করতে হবে।

ড. আকন্দ মো: রফিকুল ইসলাম আরও বলেন, পিকেএসএফ দাতা সংস্থা হিসেবে এসডিএস এর অনেক বছর ধরে কাজ করে আসছে। পিকেএসএফ-এ এসডিএস এর একটা সুনাম আছে। সেই সুনাম যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য কাজ করতে হবে। সফলতার অব্যাহত থাকলে এসডিএস সকল কাজে পিকেএসএফ এর সহযোগিতা বজায় থাকবে।

সমন্বিত কৃষি ইউনিট (কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত)

উপজেলা সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভা: পিকেএসএফ এর অর্থায়নে ও কারিগরী সহযোগিতায় এসডিএস কর্তৃক বাস্তবায়িত সমন্বিত কৃষি ইউনিট (কৃষি খাত) শরীয়তপুরের জাজিরা, নড়িয়া ও সদর উপজেলায় কৃষি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় জুলাই' ২০২২ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত তিন একর জমিতে ৬টি নিরাপদ সবজি উৎপাদন হাব-ক্লাস্টার, দুই একর জমিতে ৬টি বন্যা সহনশীল ধান জাত, দুই একর জমিতে ৮টি উচ্চ মূল্যের সবজি হিসেবে কালার ফুলকপি, ব্রোকলি, রেড ক্যাবেজ, বীটরুট, লাল ও সবুজ মুলা, ক্যাপসিকাম, ফিলিপাইন আখ ইত্যাদির প্রদর্শনী, ১.৫ একর জমিতে মালচিং পদ্ধতিতে ৪টি সবজি চাষ প্রদর্শনী, ১টি উপজেলা সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভা এবং ১টি কৃষি পরামর্শ সভার বাস্তবায়ন করে।

২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং তারিখে জাজিরা উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জনাব ডাঃ আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে উপজেলা সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব মো. জামাল হোসেন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব মো. আবুল বশার, এসডিএস-এর বিভিন্ন শাখা হতে আগত কর্মকর্তাবৃন্দ ও সফল খামারীগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের সমন্বিত কৃষি ইউনিটের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বক্তাগণ কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের সকলকেই আরো ভালোভাবে কাজ করতে উৎসাহ প্রদান করেন এবং স্ব স্ব বিভাগে সরকারী, বেসরকারী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সহযোগীতার মাধ্যমে সবসময় পাশে থাকবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন। এসময় সকলেই সমন্বিত কৃষি ইউনিটের কার্যক্রমের ভুয়সী প্রশংসা করেন এবং ২০২২-২৩ অথবছরের কার্যক্রমের সফলতা কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

মাছ চাষে সফল উদ্যোক্তা হেলেনা বেগম

শরীয়তপুর জেলার জাজিরা শাখার মাটি সমিতির সদস্য হেলেনা বেগম। তার স্বামী মোঃ আঃ সাত্তার মোড়ল পেশায় একজন ব্যবসায়ী। দুই ছেলে নিয়ে ৪ সদস্যের সংসার হেলেনা বেগমের। স্থানীয় বাজারে মুদি দোকানে বিভিন্ন পন্য বিক্রয় করে তাঁদের সংসার চলে। পৈতিকভাবে প্রাপ্ত দুই একর জমি নিচু হওয়ায় একবারের বেশি সে জমিতে ফসল হয় না। এতে করে তাঁদের চার সদস্যের সংসার চালানো অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। তাই হেলেনা বেগম স্বামীর কাজের পাশাপাশি বাড়তি আয় জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু কিভাবে কী করবেন সেটি তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এ ভাবনার মধ্যে একদিন এক আত্নীয়ের কাছ থেকে এসডিএস সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন। এরপর ঐ এলাকায় এসডিএস'র সমিতি মিটিং এ উপস্থিত হন এবং ২০১৯ সালে

এসডিএস-এ সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। পরবর্তীতে এসডিএস এর জাজিরা শাখা থেকে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে স্বামীর সাথে পরামর্শ করে জমির কিছু অংশ খনন করে সেখানে একটি পুকর তৈরি করেন। এরপর এসডিএস'র মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ আনোয়ার হোসেনের পরামর্শে মাছ চাষাবাদ শুরু করেন। প্রথমে প্রস্তুত পুকুরে মাছের পোনা মজুদ করেন পরে মাছের খাদ্য প্রয়োগ এবং পরিচর্যা করেন। ফলে মাছ দ্রুত বড় হয় এবং তা বাজারে বিক্রি করার উপযোগী হয়ে উঠে। মাছ বিক্রি করে সব খরচ বাদ দিয়ে মাছ চাষে বেশ লাভ হয় তার। দ্রুত লাভ হওয়ায় আরও মাছ চাষে আগ্রহ জন্মে তার। পরবর্তীতে এসডিএস বাস্তবায়নাধীন পিকেএসএফ এর অর্থায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট আওতায় ভিয়েতনাম পাঙ্গাস-কার্প মিশ্রচাষ প্রযুক্তিতে মাছের পোনা এবং উপকরন সহায়তা প্রদান এবং এসডিএস থেকে প্রশিক্ষন এবং মাছচাষে সহায়তার বিষয় সম্পর্কে দেয়া হয়। হেলেনা ঋণের টাকায় হেলেনা বেগম তার স্বামীর সহযোগিতায় এসডিএস থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে এক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে পুরো দুই একর জমি খনন করে পুকুর তৈরী করেন। পুকুর প্রস্তুত করে ৭০০০ টি ভিয়েতনাম পাঙ্গাস এবং ৫০০০টি কার্প জাতীয় মাছের পোনা ছাড়েন। নিয়মিত খাদ্য প্রদান এবং পরিচর্যা করতে থাকেন। সেসব মাছ ঢাকার আড়তে বিক্রয় করতে থাকেন। এতে ১০ মাসে মোট ১২,০০০ কেজি মাছ বিক্রয় করে তার ১৩,৫০,০০০ টাকা আয় হয়। এছাড়া পুকুর পাড়ের সবজী এবং কলা বিক্রয় করে আরও ৩৫০০০ টাকা আয় হয়। মাছ, কলা ও সবজী চাষে তার খরচ ৮,৭০,০০০ টাকা। সব খরচ বাদ দিয়ে তার মুনাফা হয় ৫,১৫,০০০ টাকা। এছাড়াও তার পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির ৩০০ কেজির অধিক মাছ রয়েছে। হেলেনা বেগম এবং তাঁর স্বামী এখন এলাকায় সফল মৎস্যচাষী হিসেবে পরিচিতি। এলাকার আগ্রহী ক্রেতারাও এখন তাঁর পুকুর থেকে মাছ ক্রয় করেন। মাছ চাষের লাভের টাকা দিয়ে তিনি ১টি গরু ক্রয় করেন। এভাবে তাঁর এর সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরতে থাকে। তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে আয়ের পথ তৈরি করে দেয়ার জন্য হেলেনা বেগম এসডিএস এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন

বাউব্রো মুরগী পালনে স্বাবলম্বী নাসিমা বেগম

শরীয়তপুর জেলা সদরের চিকন্দী শাখার এসডিএস-এর ঝরনা মহিলা সমিতির সদস্য নাসিমা বেগম। সংসারের অভাবের তাড়নায় স্বামী ঢাকায় শ্রমিকের কাজ করেন। দুই সন্তানের জননী নাসিমা বেগমের স্বামীর স্বল্প বেতনের টাকায় সংসার চালানো কঠিন হয়ে পরেছিল। ছেলে ৫ম শ্রেণীতে এবং মেয়ে মাধ্যমিক পাশ করে বাড়িতে বসে আছে। ছেলে মেয়ের লেখা পড়া চালানো তার জন্য অনেক কষ্টকর হয়ে গিয়েছিল। নাসিমা বেগম সংসারের বাড়তি আয় করার জন্য বিভিন্ন জনের সাথে পরামর্শ করতে থাকে। একদিন এসডিএস-এর ঝরনা মহিলা সমিতির মাঠ কর্মীর কাছে বাউব্রো পালন বিষয়ে অবগত হয়। সে মাঠ কর্মীর সহযোগীতায় এসডিএস-এর প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জনাব ডাঃ রুবেল হোসেনের সাথে যোগাযোগ করে মুরগী পালন বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং এসডিএস-এর সহযোগীতায় সে বাউব্রো পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শেষে মাচা পদ্ধতিতে ঘর তৈরী করে এসডিএস-এর মাধ্যমে ১৫০ টি বাউব্রো নিয়ে মুরগী পালন শুরু করে। প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে ভ্যাক্সিন, বায়োসিকিউরিটি কঠোরভাবে মেনে চলে। ৬০ দিন পর তার সেই খামার হতে ১৫০ টি মুরগী বিক্রি করে ৩৩ হাজার টাকা এবং তার প্রায় ১৬ হাজার টাকা খরচ হয়। তার মোট লাভ হয় প্রায় ১৭ হাজার টাকা। পরবর্তী এসডিএস-এর কাছে ঋণ নিয়ে ২য় লটে আবার ২০০ টি বাউব্রো বাচ্চা খামারে তুলে এবং নীট লাভ হয় প্রায় ২০ হাজার টাকা। সে এখন তার লাভের টাকা দিয়ে ছেলের লেখাপড়ার খরচে সহযোগীতা করতে পারে। নাসিমা বেগমের মুরগীর খামার দূরদূরান্ত হতে দেখতে আসে এবং তার পরামর্শ নিয়ে অনেকে বাউব্রো মুরগী পালন শুরু করেছে। নাসিমা বেগমের কাছ হতে জানা যায় বাউব্রো মুরগী দ্রুত বৃদ্ধি পায় । তার মুরগী ৫০ দিনে প্রায় ১.২০০ গ্রাম-১.৩০০ গ্রাম হয়। এই মুরগীর মৃত্যু হার নেই বললেই চলে এবং মুরগীর মাংস খেতে দেশী মুরগীর মতো সুস্বাদু। আগামীতে এই মুরগীর চাহিদা দিন দিন বাড়বে বলে তার ধারণা। সে তার খামারের আকৃতি আরো বৃদ্ধি করবে আশা প্রকাশ করছে।

PACE প্রকল্প (ইকোলজিক্যাল ফার্মিং)

শরীয়তপুরে সার-কীটনাশক ছাড়া প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে সবজি চাষ আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের

বাংলাদেশে জনশক্তির প্রায় ৪৫.১% লোক কৃষিতে নিয়োজিত (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৫) বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে কৃষি এক বিশাল ভুমিকা পালন করছে। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ৮ম এবং এশিয়ার মধ্যে ৫ম। কৃষির অন্যতম উপ-খাত হলো শাক-সবজি উৎপাদন। শাক-সবজি দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান ও অত্যাবশ্যকীয় কিছু মাইক্রোনিউট্রেন্ট সরবরাহ করে। শাক-সবজি উৎপাদনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাঁধা হলো রোগ ও পোকার আক্রমন। রোগ-পোকা বালাই এককভাবে শাক-সবজির ফলন ২৫% কমিয়ে দেয়। বাংলাদেশের কৃষকরা এসব বালাই দমনের জন্য বিষাক্ত রাসায়নিক কীটনাশকের উপর নির্ভরশীল। বালাইনাশকের অযাচিত ও যথেচ্ছ ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। ১৯৯৭-২০০৮ সাল পর্যন্ত বালাইনাশকের ব্যবহার বেড়েছে ৩২.৮৪% এবং হেক্টর প্রতি ব্যবহার বেড়েছে ৫৯.৮৪%, যদিও এসব বালাইনাশকের ৮০% ব্যবহার হয় ধান চাষে কিন্তু প্রতি একক জায়গায় ধানের তুলনায় সবজিতে বালাইনাশকের বারংবার ব্যবহার ও পরিমাণ বেশী। জৈব কৃষি এমন একটি আদর্শ পদ্ধতি, যা প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বিত ও টেকসই। জৈব কৃষি পদ্ধতিতে মাটি সব সময় উর্বর থাকে এবং এই উর্বরতা উত্তর উত্তর বাড়তে থাকে। জৈব কৃষিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করা হয়। যার ফলে একদিকে যেমন পরিবেশ সুরক্ষিত থাকে অন্যদিকে জীব বৈচিত্র রক্ষার পাশাপাশি মাটির পুষ্টি উপাদান ও ফসলের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

IFAD এর অর্থায়নে ও পিকেএসএফ এর কারিগরী সহায়তায় বাস্তবায়নকারী সংস্থা এসডিএস এর উদ্যোগে PACE প্রকল্পের আওতায় শরীয়তপুর জেলার জাজিরা, নড়িয়া ও ভেদরগঞ্জ উপজেলার ৬ হাজার কৃষক নিয়ে "ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং পদ্ধতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে চরাঞ্চলে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে এ অঞ্চলের কৃষকদের মাঝে একই জমিতে একই সাথে একাধিক ফসল চাষ আবাদ সম্পর্কে একটি ধারনা সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে একই সাথে বিভিন্ন ফষলের চাষাবাদ হওয়ায় সারা বছর জুড়ে যেমন সবজি পাওয়া যাচ্ছে তেমনি জমির ব্যবহার এবং আয় বাড়ছে। শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার কাঁচিকাটা ইউনিয়নের অবহেলিত ও চরাঞ্চলের মরিচাকান্দি গ্রামের বাসিন্দা হুমায়ুন মোল্লা ,স্বপ্না বেগম সহ অনেকেই প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার না করে ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং পদ্ধতিতে কেঁচো সার, জৈব সার, অনুজীব সার, প্রোবায়োটিক ও জৈব বালাই নাশক (নিম ও মেহগনি ফলের নির্যাস, তিতা জাতীয় লতাপাতার ও ফলের নির্যাস), তরল সার ব্যবহার করে সারা বছর ধনিয়া, করলা, ঢেঁড়স, পুঁইশাক, চিচিংগা, বরবটি, ডাঁটাশাক, শশা, চালকুমড়া, মিস্টি কুমড়া, লাউ, টমেটো, ফুলকপি, বাধাকপি ও কাকরোল প্রভৃতি সবজির মিশ্র চাষ শুরু করে লাভবান হয়েছেন। বর্তমানে এই প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১৫০০ একর জমিতে এই পদ্ধতিতে সবজি চাষাবাদ হচ্ছে। এই প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য একটি কার্যক্রম হচ্ছে, Internet of Thinks (IoT)/ Artifical Intelleigence (AI) প্রযুক্তি সহযোগে জিও-ফেন্সিং কার্যক্রম মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ট্রেসিবিলিটি নির্ণয় করা।

PACE প্রকল্প (নিরাপদ সবজি)

নিরাপদ সবজি চাষে পরিবর্তন,চরআত্রা মানুষের জীবন চিত্র

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তা নিয়ে ২০১৭ সালে PACE প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ পদ্ধতিতে সাধারণ ও উচ্চমূল্যের সবজি চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষকের আয়বৃদ্ধিকরণ উপ-প্রকল্পের কাজ শুরু করে শরীয়তপুরের স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এসডিএস। উক্ত প্রকল্পের আওতায় চরআত্রা ও নাওডোবা ইউনিয়নের ৮'শ কৃষক-কে নিরাপদ সবজি চাষের উপর বিভিন্ন প্রশিক্ষন, নিরাপদ উপকরণ (হলুদ ফাঁদ, ফেরোমন ফাঁদ, জৈবসার ভার্মি-কম্পোস্ট, অনুজীবসার ও মালচিং পেপার) সরবরাহের মাধ্যমে সাধারণ ও উচ্চমূল্যের সবজির প্রদর্শনী প্লট স্থাপনসহ ভার্মি কম্পোস্ট, অনুজীব সার, সবজি নার্সারী স্থাপন করে দেয় এসডিএস।

এ প্রকল্পের এমনই একজন সদস্য চরআত্রার সবজি চাষী সেলিম মালত বলেন, বাণিজ্যিকভাবে যে সবজি চাষ করা যায় আমরা আগে সেটা জানতাম না। আগে আমরা ধান, পাট, মরিচ চাষ করতাম। এসডিএস এর কর্মকর্তাগণ আসার পর ধুন্দল, চিচিংগা, শসা, করলা, স্কোয়াশ, বেগুন, ফুলকপি, ব্রোকলিসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষাবাদ করছি। সেগুলো নিজে খাওয়ার পাশাপাশি এখন তা বাজারে বিক্রি করতে পারছি।

চরআত্রার আর এক সবজি চাষী আলম সরদার জানান, একটা সময় এই এলাকায় সবজি চাষ বলতে কোন কথা ছিলো না। এসডিএস এর কর্মকর্তাগণ এসে আমাদের বিভিন্ন সবজি চাষ করা শিখিয়েছে। তাদের পরামর্শে আমরা এখানে সারা বছর সবজি চাষ করছি। আগে সবজি কিনতে হলে অনেক দূর দূরান্তে যেতে হতো। এখন হাতের নাগালে সব রকমের সবজি পাওয়া যায়। এখানকার মানুষই এখন ঐসব এলাকার নিয়ে গিয়ে সবজি বিক্রি করে। এক কথায় বলতে সবজি চাষ শুরুর পর এই এলাকার মানুষের আয় বেড়েছে। কৃষি কাজের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্পের এভিসিএফ সুব্রত মজুমদার বলেন, পেইজ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৭ সাল থেকে আমরা সবজি চাষের নানা বিষয়ের উপর কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছি। এর পাশাপাশি বাণিজ্যকভাবে সবজি চাষে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতে সাধারণ ও উচ্চ মূল্যের সবজি চাষ প্রদর্শনী দিয়ে যাচ্ছি। ফলে এই এলাকার বাজারে এখন সারা বছর বিভিন্ন জাতের সবজি পাওয়া যায়। যেখানে আগে তারা চাঁদপুর, দিঘিরপার, নড়িয়াসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্রলার যোগে সবজি ক্রয় করে তা স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করতো। এখন তারা নিজেরাই বানিজ্যিকভাবে সবজি উৎপাদন করে স্থানীয় বাজারের চাহিদা পূরণ করে উল্টো চাঁদপুর ও দিঘীর পাড়, নড়িয়ার আড়ৎদারের কাছে বিক্রয় করছে।

মতিন আরও বলেন, সবজি উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য কৃষকেরা রাসায়নিক সারের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব জৈব সার (ভার্মি কম্পোষ্ট, অনুজীব সার) উৎপাদন ও ব্যবহার করছে। পোকামাকড় দমনের জন্য তারা রাসায়নিক কীটনাশক এর পরিবর্তে হলুদ বোর্ড, সেক্স ফেরোমন ফাঁদ, জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করছে ফলে তাদের উৎপাদন খরচ কমে আয় বাড়ছে। আমরা এই চর এলাকার জন্য বেড করে সবজি চাষ, মালচিং পেপারের ব্যবহার, বোর্দ মিক্সার, লাইন করে সবজি লাগানোর কৌশল দেখিয়ে দিয়েছি। এই এলাকায় এখন সাধারণ সবজির পাশাপাশি উচ্চমূল্যের স্কোয়াস, ব্রোকলি, লেটুস, ক্যাপসিকাম, বীটরুট ইত্যাদি চাষাবাদ হচ্ছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি প্রকল্প

দারিদ্রতা দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

জয়তুন নেছা (৫০) স্বামী-মৃত শহিদুল্লাহ গাজী, একজন উদ্যমী সদস্যের নাম। চাঁদপুর জেলাধীন হাইমচর উপজেলার ২ নং আলগী দূর্গাপুর (উত্তর) ইউনিয়নের ৭ নংওয়ার্ডের ছোট লক্ষীপুর গ্রামের বাসিন্দা এই উদ্যমী সদস্য।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য, ইউনিয়নবাসীর সম্পদ এবং সক্ষমতার মাধ্যমে বহুমাত্রিক দারিদ্রতা দূরীকরণ। কোন গোষ্ঠীকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য পূর্ব শর্ত হচ্ছে অর্থনৈতিক মুক্তিসহ আর্থসামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন, ইউনিয়নবাসীকে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ, উন্নয়নের মূল ধারায় যুক্ত করতে প্রয়োজন শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং স্যানিটেশন। এছাড়াও প্রকল্প এলাকার সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরণের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এসডিএস। সমৃদ্ধি কর্মসূচি আওতায় কয়েকজন উদ্যোমী সদস্য নির্বাচন করা হয়। তাদের মধ্যে জয়তুন নেছা একজন অন্যতম উদ্যোমী সদস্য।

জয়তুন নেছা (৫০), স্বামী: মৃত শহিদুল্লাহ গাজী। চাঁদপুর জেলাধীন হাইমচর উপজেলার ২ নং আলগী দূর্গাপুর (উত্তর) ইউনিয়নের ৭ নংওয়ার্ডের ছোট লক্ষীপুর গ্রামের বাসিন্দা। বিয়ের ৮ (আট) বছর পর দুই কন্যা এবং একমাত্র পুত্র রবিউলকে ৩ মাসের গর্ভে রেখে জয়তুনের স্বামী মৃত্যুবরণ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি তার বাবার বাড়ি চলে আসেন। বাবার বাড়ি আসার তিন বছর পর তার বাবাও মারা যান। ভাইদের সংসারে অর্ধাহারে-অনাহারে থেকে জয়তুন নেছাকে অন্যের বাসায় কাজ করে সংসার খরচ চালাতে হতো। কিন্তু সেই উপার্জনে ৪ জন মানুষের ব্যয়ভার বহন করার মত অবস্থা ছিল না। নিরুপায় হয়ে সে বেছে নেন ভিক্ষাবৃত্তি। ভিক্ষাবৃত্তি করে তার দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। এখানেও কত লজ্জা ও লাঞ্ছনা। কত না খেয়ে থাকার কষ্ট। ভাত জোটে তো নুন জোটে না, নুন জোটে তো ভাত থাকে না। ঠিক এই সময় তার পাশে দাঁড়ায় এসডিএস সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় উদ্যোমী সদস্য পুর্নবাসন কার্যক্রমটি।

চলমান কর্মকান্ড

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১.	খানা পরিদর্শন	৫১২৫৭	৪৫৫৯৭	১২.	বিশেষ সঞ্চয় পরিদর্শন	৩৯	৩৩
২.	উঠান বৈঠক	৩৬০	২৮০	১৩.	শিক্ষকদের মাসিক সভা	৯	৬
৩.	স্টাটিক ক্লিনিক	১৬৫	৩৫০	১৪.	স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের মাসিক সভা	৯	৬
৪.	স্যাটেলাইট ক্লিনিক	৬০	৫৫	১৫.	দিবস উদযাপন	০	০
৫.	স্বাস্থ্য ক্যাম্প	৩	৩	১৬.	ইউনিয়ন সমন্বয় সভা	৩	২
৬.	শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন	৩২৪	২৮৮	১৭.	ইউনিয়ন যুব সমন্বয় সভা	৩	২
৭.	অভিভাবক সভা পরিচালনা	৩২৪	২৮৪	১৮.	যুব সামাজিক কর্মকান্ড	৫০	৩৮
৮.	সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সভা	২৭	২৭	১৯.	স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের মাসিক সমন্বয় সভা	৯	৬
৯.	যুব ওয়ার্ড সভা	২৭	২৭	২০.	ঔষধ বিতরণ	৪৫০০	৪২০০
১০.	সমৃদ্ধ বাড়ি স্থাপন	৯	৫	২১.	উপজেলা সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ	৯	৬
১১.	ভার্মি কম্পোষ্ট স্থাপন করা	৩	০১				

আরএমটিপি আওতায় নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প

সেপ্টেম্বর, ২০২২ইং Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP) এর আওতায় নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পটি শুরু হয়। প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী/খামারী পরিবার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পারিবারিক পুষ্টির উন্নয়ন। এই উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত পণ্যের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন (বিভিন্ন পর্যায়ে ভ্যালু এডিশন), উদ্যোগ উন্নয়নে আর্থিক পরিষেবার সম্প্রসারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণে কাজ করা হবে। ভ্যালু চেইন কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্রান্তিক, ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয়, খাদ্য সুরক্ষা ও পুষ্টি পরিস্থিতি টেকসইভাবে বৃদ্ধি করা হবে। প্রকল্পের সহায়তাপুষ্ট নির্বাচিত গ্রামীণ পণ্যের ভ্যালু চেইন টেকসইভাবে উন্নয়ন হবে। উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ৮০ শতাংশ উদ্যোক্তার নিরাপদ প্রাণীসম্পদ সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ফলে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় নূন্যতম ৩০ শতাংশ ও ব্যবসায় মুনাফা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

রেইজ (RAISE) প্রকল্প

কোভিড-১৯ এর কারণে অন্যান্য খাতের মত অনানুষ্ঠানিক খাতেও বিরূপ প্রভাব পড়ে। এরই প্রেক্ষিতে এসডিএস, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পের মাধ্যমে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ শহর ও উপ-শহরাঞ্চলের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পুণরায় সচল করার লক্ষ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ঋণ সহায়তা প্রদানে কাজ শুরু করেছে। দেশের অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং নিম্ন-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষাণবীশ (Apprenticeship) পদ্ধতির মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শরীয়তপুর জেলার ৬ টি উপজেলায় প্রায় ১৫ টি ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর শাখা অফিসের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রসর-রেইজ ঋণ প্যাকেজ থেকে ৩৫০ জন কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে সহজ শর্তে প্রায় ৩৭,১৪৫,০০০ টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজে আরো অগ্রগতি আনতে প্রকল্পের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর শাখা অফিসের ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের সাথে নিয়মিত মিটিং ও যোগাযোগ অব্যহত রয়েছে।

সিবিসি (হার্ভেস্ট প্লাস বাংলাদেশ) প্রকল্প

জিংক ধান উৎপাদন এবং জিংক চাল বাজরজাতকরণ শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন এসডিএস এর পরিচালক ও পি আই (হার্ভেস্টপ্লাস) জনাব বিএম কামরুল হাসান বাদল।

চলমান (২০২২-২০২৩) অর্থ বছরে শরীয়তপুর জেলার শরীয়তপুর সদর, ডামুড্যা, ভেদরগঞ্জ এবং বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলায় হার্ভেস্টপ্লাস (সিবিসি) প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে। কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৬'জুন ২০২২ইং তারিখে এসডিএস'র সভাকক্ষে জিংক ধান উৎপাদন এবং জিংক চাল বাজরজাতকরণ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, শরীয়তপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক, রাইচ মিল মালিক, ধান ব্যবসায়ী, রেস্তোরা মালিক, সুপারশপের মালিক, চাল ব্যবসায়ী, কৃষক, এসডিএস এর নির্বাহী পরিচালক,

সিবিসি প্রকল্পের এবং এসডিএস এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। উৎপাদনকারী থেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যায়ে জিংক চাল সঠিক নিয়ম ও পদ্ধতিতে পৌঁছাতে ওয়ার্কশপে আলোচনা করা হয়। বোরো মৌসুমে শরীয়তপুর জেলার শরীয়তপুর সদর, ভেদরগঞ্জ, ডামুড্যা এবং বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলায় মোট ৯টি স্থানে জিংক ধান (ব্রি-ধান ৭৪) কৃষকদের নিকট থেকে ক্রয় করা হয়। ১৮ জন ধান ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ৪টি হাসকিং মিল এবং ১টি চিড়া মিল মালিক ১১৩৯.৬৩ মেট্রিক টন জিংক সমৃদ্ধ ব্রি ধান-৭৪ ক্রয় করেন। ৪টি হাসকিং মিলে ১১২৫.৬৩ মেট্রিক টন এবং ১টি চিড়া মিলে ১৪ মেট্রিক জিংক ধান ক্রয় করা হয়। আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ৭৬৭.৫৭ মেট্রিক টন চাল এবং ৭.৫ মেট্রিক টন চিড়া ব্র্যান্ডিং করে বাজারজাত করা হয়। জিংক ধান ক্রয়কারী ব্যবসায়ীদের প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী ইনসেনটিভ দেওয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচী

হুইল চেয়ারে সচল জীবন পেলো সেরাজল

পিকেএসএফ এর অর্থায়নে এসডিএস কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলার উত্তর আলগী ইউনিয়নের মহজমপুর গ্রামের বাসিন্দা জনাব সেরাজল হক হাওলাদার (৮৫), পিতাঃ মৃত সিদ্দিকুর রহমান হাওলাদার, মাতাঃ মৃত মমতা বানু। বর্তমানে তিন সদস্যের সংসার তার। ব্যক্তিগত জীবনে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করার সুযোগ হয়েছে। সে ছাড়া তার পরিবারে উপার্জন করার মত কেউ নেই। যখন তার বয়স ৬৫ বছর তখন তিনি খেঁজুরের রস নামাতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে মেরুদণ্ডে আঘাত পান। বয়স বৃদ্ধি হওয়ার কারণে ক্রমেই তার মেরুদণ্ডের সমস্যা গুরুতর হয়। বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে এক সময় তার হাঁটা চলা বন্ধ হয়ে যায়। অসহায় জীবন নিয়ে তিনি মানবেতর জীবন যাপন করেন। তার হুইল চেয়ার কেনার সামর্থ্য ছিল না। ইউনিয়নে প্রবীণ কমিটির মাধ্যমে এসডিএস প্রবীণ কর্মসূচী হতে সেরাজল হক হাওলাদারকে একটি হুইল চেয়ার দেওয়া হয়। এর ফলে ঘরে পড়ে থাকার অসহায়ত্ব অভিশাপ হতে মুক্তি পান সেরাজল হক হাওলাদার। এখন তিনি হুইল চেয়ার দিয়ে মসজিদে নামাজ পড়তে যেতে পারেন, বাজার ঘাটে ও জনসম্মুখে যেতে পারেন। এতে তিনি মানসিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন এবং হাঁসি-খুশি জীবন যাপন করছেন। প্রবীণ সেরাজুল ইসলামের মতই শরীয়তপুর ও চাঁদপুর জেলার ৪টি উপজেলায় ৫টি ইউনিয়নে মোট ৩৪ জন প্রবীণকে হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়েছে।

Sustainable Enterprise Project (SEP) আওতায় গরু মোটাতাজাকরণ উপ-প্রকল্প

পিকেএসএফ এর সহায়তায় মুন্সিগঞ্জ এ মিরকাদিম জাতের গরু সম্প্রসারণে এসডিএস এর উদ্যোগ

মিরকাদিম জাতের গরুর বিশেষ বৈশিষ্ট্য:

এ জাতের গরুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিদেশী সংকর জাতের গরুর তুলনায় অনেক বেশি। ফলে এ জাতের গরু পালনে চিকিৎসা ব্যয় অনেক কম। এছাড়া দেশীয় প্রচলিত খাদ্য ও ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত দুধ ও বাচ্চা দেয়। বাছুরের মৃত্যুহার কম (৫-৬%)। জীবদ্দশায় ৮-১০টি বাছুর দেয়। গাভীগুলো শান্ত স্বভাবের হওয়ায় পরিবারের নারী সদস্যরাই এদের লালন পালন করতে পারে। শারীরিক বৃদ্ধির হার ভালো। যেকোন পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

মিরকাদিম গরুর আবাসস্থল মুন্সিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলা। তবে মুন্সিগঞ্জ জেলা সংলগ্ন বিভিন্ন জেলায় এ জাতের গরু মাঝে মধ্যে দেখা যায় । বিএলআরআই মুন্সিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় জরিপ চালিয়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, ঐসব অঞ্চলের মোট গরুর মাত্র ৩.৫৯% হচ্ছে মিরকাদিম জাতের গরু। মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান মিরকাদিম জাতের গরুগুলোর মধ্যে ১২.৭০%, ১৯.০৫% এবং ৬৮.২৫% হচ্ছে যথাক্রমে ১ বছরের নিচের বয়সের বাছুর, বাড়ন্ত গরু (১ বছর থেকে বাচ্চা দেওয়ার আগ পর্যন্ত বয়স) এবং বয়স্ক (নুন্যতম একবার বাচ্চা দিয়েছে) গরু। মাঠ পর্যায়ে বিশুদ্ধ মিরকাদিম জাতের গরুর ষাঁড় বা সিমেন সহজপ্রাপ্য নয়। এ কারণে জাতটি এখন বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে। তাই এ জাতটিকে ধরে রাখার জন্য এসডিএস অত্র এলাকায় ২টি মিরকাদিম

এর রি-স্ট্রক ফার্ম ২ জন উদ্যোক্তার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মিরকাদিমের জাত সম্প্রসারনে এসইপি এর উদ্যোগ:

- মিরকাদিমের জাত সম্প্রসারণের জন্য সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) প্রকল্পের সহায়তায় এসডিএস উদ্যোক্তা পর্যায়ে মিরকাদিমের রি-স্টক ফার্ম স্থাপন করেছে। যেখানে, মিরিকাদিম জাতের গরু লালন-পালনসহ জাত উন্নয়নকরণের মাধ্যমে এসইপি প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের মাঝে এই জাতের গরুর সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সাধারণ সেবা ঋণ প্রদাণের মাধ্যমে মিরকাদিম জাতের গরু মোটাতাজাকরণে উৎসাহিত করার মাধ্যমে জাত সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- মিরকাদিম জাতের গরুর সম্প্রসারণের জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা সহ বিভিন্ন লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।
- ঢাকা জেলার পাড়াগ্রাম গো-হাট, নয়াবাজার, গাবতলী ও ফরিদপুর জেলার টেপাখোলা গো-হাট গুলোতে এসইপি প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের গো-হাট পরিদর্শনের মাধ্যমে মিরকাদিম জাতের গরুর চাহিদা এবং বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা চলমান রয়েছে ।
- উদ্যোক্তাদের উদ্যোগে প্রতিপালিত মিরকাদিম জাতের গরুগুলো বিক্রয় পরবর্তী সংরক্ষণসহ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে লাল-তীর এর সাথে সংযোগ স্থাপন করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- রি-স্টক ফার্ম থেকে উৎপাদিত বাচ্চা/অফ স্প্রিং মিরকাদিমের জাত সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

কৈশোর কর্মসূচি

জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে পালং কিশোর-কিশোরী ও যুব ক্লাবে কবিতা আবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন- সমাজ সেবিকা জনাব সালমা আক্তার।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ইং তারিখ এসডিএস এর উদ্যোগে সময়ের অঙ্গিকার, কন্যা শিশুর অধিকার প্রতিপাদ্যের আলোকে "জাতীয় কন্যা শিশু দিবস" উপলক্ষে পালং কিশোর-কিশোরী ও যুব ক্লাব'-এ কবিতা আবৃতি ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমে পিঁছিয়ে পড়া গ্রামগুলোতে কন্যা শিশুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ কিশোর-কিশোরী ও অভিভাবকদের মাঝে দারুন সাড়া পড়ে।

এডুকো-এর অর্থায়ন ও এসডিএস এর উদ্যোগে পরিবেশবান্ধব গ্রাম, কিশোর-কিশোরী ও যুবাদের মানোন্নয়ন কর্মসূচি

জি২পি প্রকল্পের আওতায় শরীয়তপুর সদর উপজেলার ডোমসার ইউনিয়নের চরকোয়ারপুর গ্রামে মাচাঁয় ছাগল পালনের জন্য ৮টি পরিবারকে ৩টি করে ২৪টি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল প্রদান করা হয়। ৩টি পরিবারে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের ৩টি প্রদর্শনী করা হয়। চলতি মেয়াদে ১ জন কৃষককে একটি আম্রপালি আম বাগানের প্রদর্শনী ও ১ জন কৃষককে থাই পেঁয়ারা বাগানের প্রদর্শনী দেয়া হয়। উল্লেখিত গ্রামের লোকজন যাতে যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা না ফেলে সেই জন্য ৫০টি পরিবারকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কিট সরবরাহ করা হয়। পলিথিনের ব্যবহার শূন্যে কোঁঠায় নামিয়ে আনার জন্য উল্লেখিত গ্রামের সকলকে (প্রায় ২৫০টি পরিবার) পাটের ব্যাগ সরবরাহ করা হয় যাতে তারা সকলেই পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করে দেয়।

ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল বিতরণ: শরীয়তপুর সদর উপজেলাধীন ডোমসার ইউনিয়নের চরকোয়ারপুর গ্রামের ৮ জন হতদরিদ্র ও প্রতিবন্ধী পরিবারের মাঝে ৩টি করে মোট ২৪টি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বিতরণ করা হয়েছে। তারা মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগলগুলো পালন করতে শুরু করেছে।

জনাব জ্যোতি বিকাশ চন্দ্র, শরীয়তপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জি২পি প্রকল্পের আওতায় ব্লাক বেঙ্গল ছাগল বিতরন করেন।

বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের প্রদর্শনী: শরীয়তপুর সদর উপজেলাধীন ডোমসার ইউনিয়নের চরকোয়ারপুর গ্রামের ৩ জন হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ৩টি বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের প্রদর্শনী দেয়া হয়। প্রত্যেকটি প্রদর্শনীতে ২০০ টি পাঙ্গাস মাছ, ১০০টি তেলাপিয়া মাছ চাষ করছেন।

আম্রপালি ও থাই পেঁয়ারা চাষের প্রদর্শনী: শরীয়তপুর সদর উপজেলাধীন ডোমসার ইউনিয়নের চরকোয়ারপুর গ্রামের ২ জন হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ২টি ফলের চাষের প্রদর্শনী দেয়া হয়েছে। একজন আম্রপালি আম ও অন্যজন থাই পেঁয়ারা চাষের প্রদর্শনী পেয়েছে। প্রতিটি প্রদর্শনীতে ১০০টি করে গাছ লাগানো হয়েছে।

ডোমসার ইউনিয়নের চরকোয়ারপুর গ্রামে পলিথিনের ব্যবহার শূন্যে নামিয়ে আনার জন্য উল্লেখিত গ্রামের সকলকে (প্রায় ২৫০টি পরিবার) পাটের ব্যাগ সরবরাহ করা হয়।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কিট বিতরণ: শরীয়তপুর সদর উপজেলাধীন ডোমসার ইউনিয়নের চরকোয়ারপুর গ্রামের ৫০ জন হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ৫০টি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কিট (বাড়ির সব ময়লা আবর্জনা ফেলার নির্ধারিত স্থান- রিং ও ঢাকনা) বিতরণ করা হয়েছে।

পাটের ব্যাগ বিতরণ: পলিথিনের ব্যবহার কমিয়ে আনার জন্য শরীয়তপুর সদর উপজেলাধীন ডোমসার ইউনিয়নের চরকোয়ারপুর গ্রামের সকল জনগণকে পাটের ব্যাগ বিতরণ করা হয়। উল্লেখিত গ্রামে ২৫০ টি পাটের ব্যাগ বিতরণ করা হয়েছে।

কালেক্টরেট পাবলিক হাই স্কুল ও শরীয়তপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ২০ জন কিশোরীকে নিয়ে একটি কারাতে দল গঠন করা হয় এবং ব্ল্যাকবেল্ট ১ম ডানপ্রাপ্ত একজন প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তাদেরকে ৩মাস মেয়াদী কারাতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কিশোর-কিশোরী ও যুব ক্লাবের মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানকল্পে তা নিয়ে পরিকল্পনা করার জন্য ১০টি রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়। যেখানে তারা বই পড়া ও খেলাধূলার আনন্দ উপভোগের মাধ্যমে স্থানীয় বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে পারছে। তিনটি ক্লাবের আওতায় ৩টি কিশোরী ক্রিকেট দল গঠন ও তাদের জন্য বিসিবির তত্ত্বাবধানে ৩ মাস ব্যাপি কোচিংয়ের আয়োজন করা হয়। নারীর প্রতি সহিংসতা নিরোসনে সচেতনতামূলক ৬টি প্রচারাভিযান ও ১০টি বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ডিআরআর প্রকল্পের অধীনে ১০টি বিদ্যালয়ে স্কুল নিরাপত্তা ও ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা করা হয়। এর আওতায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও এলজিএসপি-৩ প্রকল্পের সাথে এ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে বিনোদপুর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট, কানেকটিং রোড সংস্কার ও চিকন্দী দক্ষিণ শৌলা জামে মসজিদ পর্যন্ত ইটের ভাঙ্গা রাস্তা মেরামতের জন্য ১৪৭,৮৯০ টাকা বরাদ্দ নিশ্চিত করা হয়।

মেটালিক ইউটেনসিলস উপ-প্রকল্প

শরীয়তপুরে কাঁসা-পিতল শিল্পের ঐতিহ্য ধরে রাখতে এসডিএস'র উদ্যোগ

পিতলের তৈজসপত্র পলিশিং এর কাজ করছেন শরীয়তপুরের সদর উপজেলার দার্সাত্ত্রা গ্রামের জনাব মোঃ নুরুল আমিন সাকিদার (মডেল পলিশিং সেন্টার)

শরীয়তপুর সদর উপজেলার পালং, বিলাশখান, বাঘিয়া, দাসার্ত্তা গ্রামে প্রবেশ করলে সাধারণ মানুষ হাত দিয়ে কান বন্ধ করে হাঁটতো। কাঁসা-পিতল কারিগরদের অব্যাহত টুং-টাং ঠং ঠং শব্দ কানে তালা লাগাতো অনেকের। এটা এখন কেবলই স্মৃতি। নানা সমস্যার কারণে দেড়শ বছরের ঐতিহ্যবাহী পিতল শিল্প আজ শরীয়তপুর থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এক সময় ৫ শতাধিক পরিবারে ২ হাজারের উপরে কর্মী কাজ করলেও এখন ৭/৮টি পরিবারে ২০/২৫ জন শিল্পী এ শিল্প ধরে রেখেছে।

শিল্প সামগ্রী: একসময় এখানে মালা, কলসি, জগ, বালতি, বদনা, চামচ, পানদান, ডাবর, পানি খাবার গ্লাস-মগ, ধান-চাল পরিমাপের পুড়, কুপি, বিভিন্ন প্রকার প্রদীপ, পাতিল, ঘন্টি, বিন্দাবনী, চারা, কড়াই, ধুপদানী, ছোট ঘটি (পুঁজার জন্য), মালসা, কোসা-কুসি, পুষ্পপত্র, করাতথাল, বাস বেড়া, বগি থাল, পঞ্চপত্রসহ নিত্যব্যবহার্য ও নানান দর্শনীয় সামগ্রী তৈরী করা হতো।

শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে এসডিএস মেটালিক ইউটেনসিলস প্রকল্প বাস্তবায়ন: এক সময় শুধু পালং বাজারেই ৩০ থেকে ৪০টি কাঁসা-পিতল সামগ্রী বিক্রির দোকান থাকলেও এখন মাত্র ৪টি দোকান আছে। এ শিল্পের বিকাশ ঘটানোর জন্য বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে, পিকেএসএফ এর সহযোগীতায় এসডিএস এসইপি প্রকল্পের আওতায় মেটালিক ইউটেনসিলস উপ-প্রকল্প দাসার্ত্তা গ্রামে ৬০ জন সদস্য নিয়ে গত মে'২০২১ সাল থেকে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। প্রকল্প এলাকার সামগ্রিক পরিবেশ উন্নয়নসহ ধাতব পাত্রের কাজ করা মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজগুলোর তৈরীকৃত পণ্য প্রিমিয়াম বাজারে প্রবেশ করানো, কারখানার পরিবেশ উন্নয়ন ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের সক্ষমতার বিকাশ ঘটানোই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প

বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্পটি ২০২১-২০২৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্পটি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), বিশ্বব্যাংক ও এআইআইবি এর সহায়তায় বাংলাদেশর ১৮টি জেলার ৭৮টি উপজেলায় নিরাপদ পানি ও স্যানটেশন ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে এসডিএস কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে (১) বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় ওয়াশ সেবায় অভিগম্যতার ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করা (২) টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা-এসডিজি ৬ এর নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সরবরাহ সক্ষমতা অর্জনে খাত সংক্রান্ত নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উন্নয়ন করা। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ও নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা সুযোগ উন্নত করা। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা জোরদার করা। বর্তমানে এসডিএস এর হাইমচর এরিয়ার ৬টি শাখায় ওয়াশ এর কার্যক্রম চলমান। যার মধ্যে আলগী শাখায়-৫টি, হাইমচর শাখায়-১০টি, গোয়ালভাওর শাখায়-৫টি, নয়ারহাট শাখায়-২টি, ফরিদগঞ্জ শাখায়-১০টি ও রায়পুর শাখায়-৫টি স্যানিটেশনের কাজ চলতি মাসে সম্পন্ন হয়।

লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলআইসিএইচএসপি)

এসডিএস ২০১৯ সালের মে মাস থেকে শরীয়তপুর পৌরসভায় স্বল্প আয়ের মানুষের চাহিদা ও সক্ষমতার কথা বিবেচনা করে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আবাসন ঋণ নিয়ে কাজ শুরু করে। সবার জন্য আবাসন বাস্তবায়ন ও এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পিকেএসএফ ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (জাগৃক) স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর বাসস্থান উন্নয়নে বিগত ২০১৬ সালে ৭ টি সংস্থার মাধ্যমে নির্বাচিত পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে **"লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট"** শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম চলছে। এই প্রকল্পের অধীনে এসডিএস মে ২০১৯ সাল থেকে স্বল্প আয়ের মানুষের মাঝে ঋণ বিতরণ শুরু করে, যা এপ্রিল ২০২১ সাল পর্যন্ত শরীয়তপুর পৌরসভার ৩টি শাখা (শরীয়তপুর সদর-০১, সদর-০২ ও আংগারিয়া) অফিসের মাধ্যমে ৭৭৭ জন সদস্যের মাঝে মোট ১৪ কোটি ১১ লাখ ৫৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়। এই ঋণ সমাজের এমন এক শ্রেণির মানুষকে দেয়া হয় যারা প্রচলিত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে যেতে চায় না বা পারে না। এই শ্রেণির মানুষের চাহিদা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একাংশ মিটলেও বেশিরভাগই থাকে বঞ্চিত। কিন্তু বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে স্বল্পআয়ের মানুষের জন্য আবাসন ঋণের চাহিদা মেটানো অপরিহার্য। ঋণের এই চাহিদা মেটাতে এলআইসিএইচএস প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় নতুন গৃহ নিমার্ণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়।

এমআরএ'র নব নিযুক্ত কর্মকর্তাদের সাথে এসডিএস কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা

গত ২ জুলাই' ২০২২ ইং তারিখে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির নব নিযুক্ত ৪০ জন কর্মকর্তাদের সাথে এসডিএস এর এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার, এনডিসি, সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নূরে আলম মেহেদী, পরিচালক, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির (এমআরএ) এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব রাবেয়া বেগম, নির্বাহী পরিচালক, এসডিএস, শরীয়তপুর। সভার শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসডিএস এর নির্বাহী পরিচালক জনাব রাবেয়া বেগম। এসডিএস এর বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থাপনা করেন জনাব বিএম কামরুল হাসান, পরিচালক, এসডিএস, শরীয়তপুর।

PACE প্রকল্পের আওতায় প্রারম্ভিক তহবিল ও ইজারা অর্থায়ন নীতিমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

"প্রারম্ভিক তহবিল ঋণ" ও ইজারা অর্থায়নে শীর্ষক প্রশিক্ষনে বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, সহকারী মহা-ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিজ ও অকৃষিজ ক্ষুদ্র উদ্যোগ পরিচালনার জন্যে উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক সেবা প্রদান করছে। ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের দ্রুত সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের চাহিদা বিবেচনা করে নবীনদের উদ্যোগ শুরুর জন্যে পিকেএসএফ-এর PACE প্রকল্পের আওতায় ২১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে **"প্রারম্ভিক তহবিল ঋণ"** নামে একটি আর্থিক সেবা চালু করেছে। এছাড়া উদ্যোগসমূহ দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মকান্ডে বিশেষায়িত ঋণ (ইজারা অর্থায়ন) নামে আরেকটি নতুন আর্থিক সেবা মাঠ পর্যায়ে পাইলটিং করা হচ্ছে। দুটি আর্থিক পরিষেবা মাঠ পর্যায়ে লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণের জন্য বিগত ২৩ জুলাই ২০২২ ইং তারিখে এসডিএস-এর প্রশিক্ষণ ভ্যেনুতে-এর সহযোগী সংস্থা এসডিএস, এসডিসি ও জিইউপি সংস্থার ২১ জন কর্মকর্তাকে PACE প্রকল্পের আওতায় **"প্রারম্ভকি তহবলি ঋণ"** ও **"ইজারা র্অথায়ন"** নীতিমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে PACE প্রকল্পের সমন্বয়কারী জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

শরীয়তপুর জেলার বিদায়ী পুলিশ সুপার জনাব এস.এম.আশরাফুজ্জামান ও নবাগত পুলিশ সুপার জনাব মোঃ সাইফুল হক মহোদয়কে সংবর্ধনা

শরীয়তপুর জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান (অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত) মহোদয়ের বদলীজনিত বিদায় উপলক্ষে এসডিএস এর পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। বিদায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব আক্তার হোসেন (ওসি, পালং মডেল থানা), এসডিএস এর প্রতিষ্ঠাতা ও উপদেষ্টা জনাব মজিবুর রহমান, বিভিন্ন সাংবাদিক ও এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ। এছাড়া সংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুহা. ইয়াছিন খান (উপ-পরিচালক, অর্থ ও হিসাব), জনাব অমলা দাস

শরীয়তপুর জেলার নবাগত পুলিশ সুপার জনাব মোঃ সাইফুল হক কে এসডিএস এর পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

(উপ-পরিচালক, এইচ আর)। উক্ত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব রাবেয়া বেগম (নির্বাহী পরিচালক, এসডিএস)। অন্য দিকে নবাগত পুলিশ সুপার জনাব মোঃ সাইফুল হক মহোদয়কে বরণ করার জন্য শরীয়তপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এসডিএস এর পক্ষ থেকে নির্বাহী পরিচালক জনাব রাবেয়া বেগম, পরিচালক জনাব বিএম কামরুল হাসান ও উপ-পরিচালক অমলা দাস ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করেন।

মাইক্রোফাইন্যান্স

At a Glance Information on SDS

Indicator	July'22	Aug'22	Sep'22	Achievement
Branch	81	81	81	0
Member	92344	93759	94894	1135
Lone	69654	70584	71324	740
Coverage	75.43%	75.28%	75.16%	0.00
Active Lone	54372	55611	56231	620
Total Staff	544	545	565	20
Total CO	332	335	355	20
Field Portfolio	374.49	378.88	385.92	7.04
PKSF Portfolio	123.91	111.31	138.35	27.04
Capital Fund	77.38	80.18	82.64	2.46
Savings	110.25	111.62	113.16	1.54
Bank Loan	77.69	81.22	20.31	-60.91
Others Loan	11.21	12.11	16.29	4.18
Total Overdue	22.98	22.97	23.21	0.24
LAR	21.94%	21.21%	21.16%	-0.0005
PAR	11.27%	10.17%	10.74%	0.0057
OTR	96.32%	96.49%	96.86%	0.0037
Debt to Capital	4.66	5.17	5.17	0
ROTA	6.88	6.88	6.88	0
CO : F Portfolio	112.80	113.10	108.71	-4.39

Primary Product:09
J, A, B, Aabson, Enrich-IGA, RAISE, SEP.

Secondary Product: 08
KGF- Sufolon, Sufolon, LIFT, Abason, MDP, WASH, Start Up capital, LRL

Others:
BBRSL, Housing (IHS), Asset Creation
Probasi Kallayn

Credit Rating
2022 Long term: A
Short term: 3

মোট ঋণ (৪৫০০০০০০০) টাকা

সমিতির সংখ্যা (৮০০০ টি)

কর্মীর সংখ্যা (৫৪৩ জন)

সদস্য সংখ্যা (৯২৩৪৪ জন)

শাখা (৮১ টি)

মোট সঞ্চয় (১১০২৫৩০৫৫৮ টাকা)

ঋণের টাকায় ব্যবসা করে সফল মোঃ মিজান মোল্লা

মোঃ মিজান মোল্লা (৪৩), রাজবাড়ী সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের বসন্তপুরের বাসিন্দা। এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে তার বসবাস। আর্থিক অভাবে লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি। লেখাপড়া না জানলেও নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা আর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসার সাথে যুক্ত হন। তার হাতে তৈরি চানাচুর দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। এক সময় বাসাতে চানাচুর তৈরি করে তা বাজারে ঘুরে বিভিন্ন খুচরা দোকানে বিক্রি করতেন। এখন বাসা থেকেই বিভিন্ন অঞ্চলের দোকানিরা তার চানাচুর নিয়ে যায়। বিশেষত রাজবাড়ী সদর উপজেলার রাজাপুর বাজারে তার এই চানাচুরের বিশেষ চাহিদা রয়েছে। মাসে ৮.৫ থেকে ১০ লাখ টাকার চানাচুর বিক্রি করেন। এ চানাচুর তৈরিতে ১০ জন মহিলা কর্মচারী কাজ করেন। তাদেরকে গড়ে মাসিক ৮ হাজার করে বেতন প্রদান করেন। এছাড়াও চানাচুরের উপাদনের কাঁচামাল

চানাচুর কারখানায় কর্মরত শ্রমিক

ক্রয়, বেতন, ফ্যাক্টরি ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু টাকা খরচ হয়। এতে তার মাসিক আয় প্রায় ১.৫ থেকে ২ লাখ টাকা। শুধু চানাচুর ব্যবসাই নয় এর সাথে বাদাম, ঝালমুড়ি, ড্যানিস বিস্কুটের ডিলারশীপ ব্যবসাও পরিচালনা করেন ।

মোঃ মিজান মোল্লা সাহেবের অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রয়োজন হয়েছিল। এক সময় তার অনেক সম্পদ ছিল। হঠাৎ একদিন আগুন লেগে তার ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এতে তিনি অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হন। ঠিক সেই সময়ই এসডিএস এর সুলতানপুর শাখা থেকে ২০১৬ সালে ৩০ টাকা করে সঞ্চয় করার মাধ্যমে এসডিএস'র রজনীগন্ধা সমিতির সদস্য হিসেবে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হন। তিনি প্রথম ২০,০০০ টাকার ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকা দিয়ে তার ব্যবসাও সম্প্রসারণ হতে থাকে, সাথে ঋণ নেয়া ও দেয়ার সক্ষমতা বাড়তে থাকে। এভাবে ধীরে ধীরে তার আয় বাড়তে থাকে। সম্প্রতি ব্যবসাকে আরও সম্প্রসারিত করতে ৫ লাখ টাকার ঋণ নিয়েছেন। সে টাকা ও নিজের সঞ্চয়ের টাকায় চানাচুর, বাদাম, ঝালমুড়ি ও ড্যানিস বিস্কুটের ডিলারশীপ ব্যবসা চলমান রাখেন। ব্যবসা কাজের সুবিধার জন্য তিনি ১ টি পিক আপ ও ২ টি নছিমন গাড়ি ক্রয় করেছেন। এক সময় অর্থাভাবে বাজার ঘুরে ঘুরে চানাচুর বিক্রি করা মোঃ মিজান মোল্লা এখন অনেকের কাছে রোল মডেল। জমি, বাড়ি-গাড়ি এবং চারটি গাভীসহ এখন কয়েক লক্ষ টাকার মালিক। ইচ্ছা শক্তি, প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রম করলে যে ভাগ্যের পরিবর্তন সম্ভব সেটি তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন। তার এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এসডিএস সব সময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বলে জানান। যখন যেভাবে চেয়েছেন তাকে ঋণ দিয়ে সহায়তা করেছে এসডিএস। এজন্য এডিএস'র প্রতি তিনি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

জি২পি এর সাথে সমযোতা স্মারক স্বাক্ষর

এডুকো বাংলাদেশ সম্প্রতি গ্রো গ্রীণ টু প্রোটেক্ট দ্য প্ল্যানেট প্রকল্পের আওতায় বরগুনা, শরীয়তপুর এবং সাতক্ষীরা জেলায় পরিবেশ বান্ধব কমিউনিটি মডেল তৈরি করতে NSS, SDS এবং UTTRAN এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো যুব-নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং প্রশমনের জন্য সম্প্রদায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এডুকো বাংলাদেশ এবং জাতীয় পর্যায়ের তিনটি এনজিও ও নাগরিকদের মধ্যে পরিবেশগত সংবেদনশীলতা উন্নত করার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনের লক্ষ্যমাত্রাযুক্ত জেলায় তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অংশীদারিত্ব করছে।

ব্যতিক্রমী উদ্যোক্তা আয়শা আক্তারের গল্প

নদী বিধৌত চরবেষ্টিত জেলা শরীয়তপুর। ফরায়েজী আন্দোলনের অন্যতম নেতা হাজী মোহাম্মদ শরীয়তউল্লাহর নামে ১৯৮৪ সালে জেলাটির নামকরণ করা হয়। এ জেলারই সদর উপজেলার পালং ইউনিয়নের বাসিন্দা আয়শা আক্তার, বয়স ৩৬ বছর। দারিদ্রতার কাছে হার মেনে এসএসসি পাশের পরই বাবা-মায়ের পছন্দের পাত্র শান্তিনগর গ্রামের লিয়াকত হোসেন ভূঁইয়ার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর স্বামী লিয়াকত হোসেন পেশায় একজন ফ্রিজ, ওভেন, ওয়াশিং মেশিন ও এসি মেকানিক। অভাবের কারণে পড়ালেখার সুযোগ হয়নি তার। শৈশবেই এসি, ফ্রিজ ও মেশিনারিজ

পার্টসের দোকানে কাজের মধ্য দিয়ে তার কর্মজীবন শুরু হয়েছে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা না জানলেও নিজ দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং কর্মপ্রচেষ্টায় নিজেকে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শরীয়তপুর সদর উপজেলার বটতলা মোড়ে ভূঁইয়া রেফ্রিজারেশন নামে নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান করেন। মূলত এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি সিংগার, এলজি ও ওয়ালটন কোম্পানির আঞ্চলিক টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করেন। শুরুতে তার এই ব্যবসা কেবল শরীয়তপুর জেলার সদরে ছিল। তার স্ত্রী আয়শা আক্তার বাসা থেকেই বিল, ভাউচার, ক্যাশ মেমো লেখাসহ বিভিন্ন কাজের সহায়তা করতেন। কাজ করতে করতে এক সময় আয়শা আক্তার স্বামীর কাছ থেকে টেকনিক্যাল বিভিন্ন সমস্যার সমাধান আয়ত্ব করে ফেলেন।

লিয়াকতের প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান না থাকায় গ্রাহক ও কর্মচারীদের দৈনিক হিসাব, অফিস মেইনটেন্যান্স ও নজরদারি করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে ওঠে। তখন লিয়াকতের এ কাজের সঙ্গী হয়ে ওঠেন ডিগ্রী পাস করা স্ত্রী আয়শা আক্তার ও তার ছেলে। সেই থেকে মূলত আয়শা-ই অফিসের সকল কাজ দেখাশোনা করেন। অন্যদিকে মাঠের কাজে মনোযোগ দেন লিয়াকত। এভাবে তাদের ব্যবসা বেশ ভালোই চলতে থাকে। কিন্তু করোনা মহামারী শুরু হলে ব্যবসায় ভাটা পড়তে শুরু হয় এবং আর্থিকভাবে বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়েন। বাধ্য হয়ে কর্মী ছাঁটাই এবং ব্যবসাকে ছোট করে ফেলেন। এতে আগের মতো আয় করতে না পেরে মানসিকভাবে কিছুটা বিপর্যস্ত ও ভেঙে পড়েন এ দম্পতি। এ অবস্থায় এগিয়ে আসে স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এসডিএস।

করোনার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে আয়শা আক্তার এসডিএস থেকে ১ম দফায় ৫ লাখ টাকার ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের সে টাকায় করোনা মহামারি পার করে নতুন উদ্যোমে আবার ব্যবসার কাজে মনোনিবেশ করেন। ধীরে ধীরে তাদের ব্যবসা শরীয়তপুর জেলার প্রতিটি থানায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বাড়তে থাকে কাজের পরিধি সে সাথে বাড়তে থাকে কর্মচারীর সংখ্যা। লিয়াকতের এ কারখানায় এখন তার স্ত্রী সন্তান বাদে ৩৫ জন বেতনভুক্ত কর্মচারী কাজ করছেন। যাদের মাসে প্রায় ২ লাখ টাকার মতো বেতন-ভাতাদি দিতে হয়। সব সামলিয়েও আয়শা আক্তার পূর্বের ৫ লাখ টাকার ঋণ পরিশোধ করে নতুন করে আবার ৮ লাখ টাকার ঋণ নিয়েছেন। ঋণের সেই টাকায় নষ্ট এসি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন মেরামতের পাশাপাশি পুরাতন এসি, ফ্রিজ, ওভেন, ওয়াশিং মেশিন ক্রয়-বিক্রয় ও মেশিনারিজ পার্টসের ব্যবসা শুরু করেন। এতে ব্যবসার পরিধির বৃদ্ধির সাথে আয়-রোজগার বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ওয়ালটন কোম্পানি তাদের আঞ্চলিক টেকনিশিয়ানদের নিয়ে একটি প্রতিনিধি সম্মেলন করে উক্ত সম্মেলনে ৫ হাজার টেকনিশিয়ানের মধ্যে একমাত্র নারী টেকনিশিয়ান হিসেবে অংশ নেন আয়শা আক্তার। তার এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ ও কাজের জন্য বিভিন্ন সংস্থা থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট ও সনদপ্রাপ্ত হয়।

প্রকাশকাল
অক্টোবর-২০২২ইং

পরিকল্পনা ও সম্পাদনায়
এসডিএস
(শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি)
সদর রোড, শরীয়তপুর।
ফোন: +৮৮০২-৪৭৮৮১৫৪০৫-৬
ইমেইল: sds.shariatpur@gmail.com
ওয়েব: www.sdsbd.org

সম্পাদনায়
রাবেয়া বেগম
নির্বাহী পরিচালক
এসডিএস

সম্পাদনা সহযোগী
মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
কো-অর্ডিনেটর এবং ফোকাল পারসন-কৃষি সেক্টর
এসডিএস

সংকলন ও গ্রন্থনা
বি. এম. কামরুল হাসান
পরিচালক, এমএফ, এসডিএস

কারিগরি সহায়তা
মোঃ নাজমুল হক সরদার (ডিও)
শরিফুল ইসলাম মনি (ভিসিএফ)
মো.আব্দুল মান্নান (ভিসিএফ)

ডিজাইন ও লে'আউট
সেলিম আহম্মেদ
আইটি অফিসার, এসডিএস

মুদ্রণ
প্রতিমা আর্ট প্রেস এন্ড ডিজিটাল প্রিন্ট
শরীয়তপুর। # ০১৭১৫-৪৯৮৫৭০

SDS Technical Training Institute (STTI) এর তথ্য

ক্র নং	মোট ট্রেড	মোট ব্যাচ	মোট ছাত্র/ছাত্রী	কর্ম ক্ষেত্রে যোগদান
১	ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স	৮	২০০	১১৪১
২	ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস	৪	১০০	
৩	প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিংস	৬	১৫০	
৪	প্লাম্বিং	৭	১৭৫	
৫	রড বাইন্ডিং/স্টিল ফিক্সার	২	৫০	
৬	মোবাইল সার্ভিসিং	১০	২৫০	
৭	মোবাইল ফোন সার্ভিসিং	৮	২০০	
৮	ফ্যাশন গার্মেন্টস	৯	২২৫	
৯	সুইং মেশিন অপারেশনস	৬	১৫০	
১০	আইটি সাপোর্ট সার্ভিস	২	৫০	
১১	গ্রাফিক্স ডিজাইন	৪	১০০	
১২	আইটি ফ্রিল্যান্সিং	৪	১০০	
	সর্ব মোট	৭০	১৭৫০	১১৪১

SDS Technical Training Institute (STTI) এর তথ্য

১. ১৮ জুলাই'২০২২ খ্রিঃ থেকে প্লাম্বিং ব্যাচ নং-০২ এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং তা বর্তমানে চলমান আছে। যেখানে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২৫ জন।

২. ২১ আগস্ট' ২০২২ খ্রিঃ থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স ৩য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। যেখানে বর্তমানে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২৫ জন।

৩. ০৩ সেপ্টেম্বর' ২০২২ খ্রিঃ মোবাইল ফোন সার্ভিসিং ৩য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চলমান ব্যাচে ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে।

৪. ২৪ সেপ্টেম্বর' ২০২২ খ্রিঃ ফ্যাশন গার্মেন্টস ২য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চলমান ব্যাচে ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে।

৫. এ পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ৭ টি ট্রেডে ৭১ টি ব্যাচে ১৭৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি হয়।

৬. ইতোমধ্যে ৭১ টি ব্যাচের মধ্যে ৬৭ টি ব্যাচ সম্পন্ন হয়ে ১৬৬৩ জন প্রশিক্ষণার্থীর সনদায়ন হয়েছে।

৭. প্রতিবেদন অনুযায়ী কর্মসংস্থানের হার ৬৯%। কর্মসংস্থানে নিয়োজিত গ্রাজুয়েটদের মাসিক আয় ৭০০০/- থেকে ১৫০০০/-টাকা।

৮. বিদেশে কর্মসংস্থানপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট সংখ্যা ৩০ জন। এদের গড় মাসিক আয় ৩০,০০০/- থেকে ৫০,০০০/- টাকা।

৯. এসডিএস টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট জানুয়ারি ২০১৬ থেকে পিকেএসএফ এর অর্থায়নে SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। যাহার উপকারভোগীর সংখ্যা ১৫০০ জন এবং চলতি অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২.৭৪ কোটি টাকা।